এল এস টি মামলা নং-৬৮৩৩/২০২৪

উপস্থিত- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,

বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত ও ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুন্যাল, পটিয়া, চট্টগ্রাম

আদেশ নং-০৫
তারিখ- ১০/১১ /২০২৪

অদ্য সোলেনামা বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ আদালতে উপস্থিত।

বাদীপক্ষ বিগত ০৬/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে নালিশী তফসিলোক্ত ভূমি সংক্রান্তে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, পটিয়া চট্টগ্রামে মামলা দায়ের করিলে উহা অপর ১১৭/২০২২ নম্বর হিসাবে রেজিষ্ট্রি ও বালামভুক্ত হয়। পরবর্তীতে মাননীয় জেলা জজ, চট্টগ্রাম এর বিগত ১৯/১১/২০২৩ ইং তারিখের ৬২৮(১)/প্রঃ বি : নং প্রশাসনিক আদেশ মোতাবেক অত্র মামলাটি মাননীয় ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুন্যাল, চট্টগ্রাম এ প্রেরণ করা হলে উহা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুন্যাল মামলা নং- ৬৮৩৩/২০২৪ হিসাবে রেজিষ্ট্রি ও বালামভুক্ত করা হয় এবং চূড়ান্ত বিচার নিষ্পত্তির জন্য অত্রাদালতে স্থানান্তরিত হয়।

বাদী ও ১ নং বিবাদীর মধ্যকার বিগত ০৭/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখে এফিডেভিট সহযোগে একখানা সোলেনামা দাখিল করেছেন। যা নথিতে সামিল পাওয়া গিয়াছে।

অতপর নথি সোলেনামা বিষয়ে আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

দাখিলী সোলেনামা সহ রেকর্ড পর্যালোচনা করলাম।

বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, অত্র মামলা চলাবস্থায় উভয়পক্ষের মধ্যকার তর্কিত বিষয় স্থানীয়ভাবে আপোষ মীমাংশা হয়েছে। এখন উভয়পক্ষ তাহাদের মধ্যকার সম্পাদিত সোলেনামা অনুসারে অত্র মামলার ডিক্রিমূলে নিষ্পত্তির প্রার্থনা করেন।

বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি উভয়পক্ষের মধ্যকার আপোষ মীমাংসার বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং বিবাদীপক্ষ কথিত সোলেনামায় স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর করেছেন মর্মে জানিয়েছেন। বাদীপক্ষে বাদী **জহির মিয়া** সোলেনামার সমর্থনে PW-1 হিসাবে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। বিবাদীপক্ষ তাকে কোন জেরা করেননি। একইভাবে, ১ নং বিবাদী ৫ নং সরোয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বেলাল হোসেন এর পক্ষে আম-মোক্তার ১ নং প্যানেল চেয়ারম্যান **দিদারুল আলম** সোলেনামার সমর্থনে DW-1 হিসাবে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষ তাকে কোন জেরা করেননি।

উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত গত ০৭/০৯/২০২২ খ্রিঃ তারিখের সোলেনামা, PW-1 ও DW-1 এর প্রদত্ত জবানবন্দি এবং দাখিলীয় দলিলাদি দেখলাম ও পর্যালোচনা করলাম।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদী আরজি তফসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান সংশোধনের ডিক্রীর প্রার্থনায় **১-৫** নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। মামলা চলাবস্থায় বাদীপক্ষের সহিত মূল ১ নং বিবাদীর আপোষ হয় হয় এবং সে প্রেক্ষিতে উভয়পক্ষের মধ্যে সোলেনামা সম্পাদিত হয়। দাখিলীয় উক্ত সোলেনামা ও বাদীপক্ষে দাখিলীয় দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীগনের পূর্ববর্তী মৌরশ সোনা মিয়া নালিশী আর এস ৯০৫ খতিয়ানের আর এস ১২১৪ দাগে ১২ শতকের মধ্যে ।।. আট আনা অংশে ৬ শতকের মালিক ছিলেন। সোনা মিয়া মরনে পুত্র খুইল্যা মিয়া ও কন্যা গোল চম্পা ওয়ারীশ হয়। অত্র মামলার বাদীগণ তাদের জের ওয়ারীশ হয়। প্রতীয়মান হয় ১-৫ নং বাদীগণ ওয়ারীশসূত্রে উক্ত ৬ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন।

বাদীপক্ষ নালিশী তফসিলোক্ত ৬ শতক ভূমি সংক্রান্ত বি এস জরিপ ভুল ও অশুদ্ধ মর্মে দাবি করেন। বাদীপক্ষের দাবিমতে বাদীগণ কিংবা তৎ পূর্ববর্তীদের নামে বি এস খতিয়ান রেকর্ড না হয়ে ৫ নং সারোয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদের নামে প্রচারিত হয়েছে।
বাদীপক্ষ তর্কিত উক্ত বি এস ৫ নং খতিয়ানের সি.সি কপি দাখিল করেছেন। উক্ত বি এস খতিয়ান হতে দেখা যায়, নালিশী আর এস ১২১৪ দাগের ১২ শতক ভূমি বি এস খতিয়ানে বি এস ১৬০৩ নং দাগ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বাদীগণ তর্কিত আর এস ১২১৪ দাগ সামিল বি এস ১৬০৩ দাগে ৬ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হলেও উক্ত বি এস খতিয়ানে বাদীগণ কিংবা তৎ পূর্ববর্তীর নামে কোনরুপ রেকর্ড না হয়ে ১ নং বিবাদী ৫ নং সরোয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ এর নামে ভুলক্রমে রেকর্ড হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে নালিশী উক্ত ৬ শতক সম্পত্তি সংক্রান্ত বি এস ৫ নং খতিয়ান সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীনভাবে ৫ নং সরোয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ এর নামে জরীপ পরিমিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি।

অত্র মামলায় ১ নং বিবাদী (চেয়ারম্যান, ৫ নং সরোয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ) নালিশী সম্পত্তি সংক্রান্ত তর্কিত বি এস খতিয়ান ইউনিয়ন পরিষদের নামে ভুলক্রমে লিপিবদ্ধ হবার বিষয়টি স্বীকার করিয়া বাদীর সহিত সোলেনামা সম্পাদন করিয়াছেন মর্মে দৃষ্ট হয়। সোলেনামা সম্পাদনে তাহার উপযুক্ত পক্ষ মর্মে প্রতীয়মান হয়। দাখিলীয় সোলেনামায় বর্নিত আপোষের শর্তসমূহ সুষ্ঠু, বৈধ, বাধ্যকর ও কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। এমতাবস্থায় তর্কিত ভুল বি এস ৫ নং খতিয়ান উভয়পক্ষের মধ্যেকার সম্পাদিত সোলেনামার বর্নিত শর্তের আলোকে সংশোধনযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি। দাখিলী সোলেনামা অত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হলো। সুতরাং অত্র মোকদ্দমা সোলেসূত্রে নিষ্পত্তিযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বি এস খতিয়ান সংশোধনের ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা **১** নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে সোলেসূত্রে এবং অপরাপর ২-৫ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফাসুত্রে সোলেনামার শর্ত মোতাবেক বিনা খরচায় ডিক্রী প্রদান করা হলো। দাখিলী ০৭/০৯/২০২২ ইং তারিখের সোলেনামা অত্র ডিক্রীর একাংশ গন্য করা হলো ।

এতদ্বারা আরজির তপশীলে বর্ণিত খিতাপচর মৌজার নালিশী হাল বি এস ৫ নং খতিয়ান অশুদ্ধ (incorrect) ঘোষিত হল।

অত্র আদেশ ও সোলেনামার আলোকে বাদীর আরজির প্রার্থনা এবং তপশীলে বর্ণিত মোতাবেক নালিশী বি এস ৫ নং খতিয়ানের বি এস ১৬০৩ দাগে ১২ শতক আন্দরে ৬.০০ শতক ভূমি বাবদে বাদীগনের নামে এই আদেশের কপি প্রাপ্তির ৬০(ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে পৃথক খতিয়ান প্রস্তুত ও প্রকাশ করার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), বোয়ালখালী সহ সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

আরজীর সত্যায়িত ফটোকপিসহ অত্র ডিক্রির অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ডেপুটি কালেক্টর, চট্টগ্রাম ও সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) বোয়ালখালী সহ সংশ্লিষ্টদের বরাবরে প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, ও
ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুন্যাল
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত ও
ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুন্যাল
পটিয়া, চট্টগ্রাম।